প্রথম আলো

তারিখ ... 17 MAR 2009 ...

স্কুল-কলেজে ভর্তির জন্য চাপ, শিক্ষকেরা বিপাকে

শরিফুজ্জামান ●

রাজধানীতে প্রথম শ্রেণী ও স্নাতক সম্মান স্তরের ভর্তি নিয়ে চলছে বেপরোয়া তদবির, সুপারিশ ও দুর্নীতি। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন জোটের কয়েকজন সাংসদ ও ছাত্রনেতার চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানেরা। ইতিমধ্যে ভর্তিসংক্রান্ত জটিলতায় মণিপুর স্কুলের অধ্যক্ষকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের গদি নড়বড়ে হয়ে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভর্তি জটিলতায় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দীর্ঘ ছুটিতে পাঠানো হলেও তিনি আদালতের রায় পেয়ে এবং অনেকটা আপস করে কর্মস্থলে ফিরেছেন।

সাংসদ, ছাত্রনেতা ও পরিচালনা কমিটির তদবির চলছে আগের মতোই

জানা যায়, মার্চের মাঝামাঝি এসেও রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের চাপাচাপি থামছে না। এটা জুন পর্যন্ত চলবে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজধানীর বড় কলেজগুলোতে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ভর্তি নিয়ে একশ্রেণীর ছাত্রনেতার দৌরাত্ম্য চলছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েও প্রশাসনের বেশকিছু শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার সুপারিশে নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ধরনের অভিযোগ থেকে বাদ যায়নি ভিকারুননিসা নূন, আইডিয়াল, উদয়ন এবং মতিঝিল মডেল স্কুলও। এবারও এসব স্কুলে ভর্তি নিয়ে অনিয়ম হচ্ছে।

মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে সেরা দুর্নীতি : গত বছর প্রথম শ্রেণীতে মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করা হয়েছিল এক হাজার ১৮ জন। মোট আসন ছিল এক হাজার ৪০। এবার মেধা তালিকা টাঙানো হয় ৭৭০ জনের। বাকি ২৭০ জন সুপারিশ বা তদবিরে ভর্তির জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাংসদ কামাল আহম্মেদ মজুমদার জাতীয় সংসদের প্যাডে ১৭ জানুয়ারি প্রথম দফায় ৪০৮ জনের তালিকা পাঠান। এরপর প্রধান শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে ৪০৮ জনের তালিকা থেকে ২৭০ জনকে ভর্তি করা সম্ভব বলে জানান। কিন্তু সাংসদ সাফ জানিয়ে দেন, একজনও বাদ দেওয়া যাবে না। এটা তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। শেষপর্যন্ত সবাইকে নেওয়া হয়। এরপর আসে আরও দুই সাংসদের তালিকা। আওয়ামী লীগের সাংসদ আসলামুল হক ১৩৭ জনের তালিকা পাঠান। এদের সবাইকে নেওয়া হয়। আরেক সাংসদ ইলিয়াস মোল্লা পাঠান ২৭ জনের তালিকা এবং এদেরও নেওয়া হয়।

এরপর বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশে ৫২ জনকে ভর্তি করা হয়। কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মিয়া ভর্তি করান ৪২ জন। এভাবে কমিটির সব সদস্য মিলে মোট ২৫২ জনকে তদবিরের মাধ্যমে ভর্তি করান।

এ কারণে এক হাজার **এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪**

স্কুল-কলেজে ভর্তির জন্য চাপ, শিক্ষকেরা বিপাকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৪০ জনের ধারণক্ষমতা থাকা ওই বিদ্যালয়ের আসন বেড়ে দাঁড়ায় এক হাজার ৬৯৮। বিদ্যালয়ে ১৬টি শাখার প্রতিটিতে শিক্ষার্থী ছিল ৬৫ জন। অনিয়মের মাধ্যমে ভর্তি করতে গিয়ে আরও ছয়টি শাখা বাড়ানো হয়েছে। মোট ২২টি শাখায় ৬৫ জনের বদলে ৭০ জন করে শিক্ষার্থী দেওয়া হয়। এতেও স্থান সংকুলান হয়নি। অতিরিক্ত ১৫৮ জনকে নতুন ছয়টি শাখায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, এই গাদাগাদি অবস্থার পরও স্থানীয় সাংসদ কামাল মজুমদার আবার নতুন করে দ্বিতীয় দফায় ৭৭ জনের তালিকা পাঠান। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি। এরই মধ্যে মণিপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহাদ আলীর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ১৯৯৬ সালে বাগেরহাট-১ আসনে শেখ হাসিনার বিপক্ষে এই আহাদ আলী জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ওই সূত্র ধরে সম্প্রতি তাঁকে লাঞ্ছিত করেন সরকারদলীয় স্থানীয় কিছু নেতা-কর্মী। বিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত তাঁর বাসায় হামলা করা হয়। মিরপুর থানায় মামলা করতে গেলেও পুলিশ তা নেয়নি বলে অভিযোগ করেন আহাদ আলী। তাঁকে ২০ দিনের বিশেষ ছুটি দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে আরও এক মাসের চিকিৎসা ছুটি দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি বিদ্যালয়ের বাইরে।

এসব ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে আহাদ আলী কোনো তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমি নিজে একটিও ভর্তি করিনি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি জামায়াতে ইসলামী করি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছিলাম। এটা যদি অন্যায় হয়, তাহলে দিনবদলের রাজনীতি কী হলো।'

অনিয়মের মাধ্যমে ভর্তির অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে স্থানীয় সাংসদ কামাল মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রধান শিক্ষক ছুটিতে যাওয়ার পর থেকে ভর্তি বন্ধ রয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে কিছু ভর্তির জন্য তিনি বলেছেন। প্রথম শ্রেণীর ভর্তির জন্য এই সুপারিশ অন্যায় নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪৬, ৪৭ পাওয়া একজন শিশু ভর্তি হতে না পারলে তার জন্য সুপারিশ করা অন্যায় নয়।

কামাল মজুমদার বলেন, ছুটিতে থাকা প্রধান শিক্ষক বেনামে কোচিং সেন্টার চালাতেন। তাঁর কোচিং থেকে ১০০ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া তিনি জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি।

অবশ্য আহাদ আলী বলেছেন, কোচিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি জড়িত নন।

মণিপুর বিদ্যালয়ে এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ১১ হাজার। গত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ওই বিদ্যালয় থেকে ৭৩ জন এবং জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ৬৮ জন বৃত্তি পেয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে শতভাগ পাসের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়টি।

ভিকারুননিসায় সাংসদের চাপ : ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মাথার ওপর বটগাছ হিসেবে শিক্ষকেরা সভাপতি পদে রাখতে চেয়েছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবকে। কিন্তু ভর্তিসংক্রান্ত চাপের মুখে সম্প্রতি তিনি নিজেই সরে গেছেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের চাকরির মেয়াদও শেষ। তাঁকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ঢাকার জেলা প্রশাসক।

স্কুল ও কলেজের চেয়ারম্যান এবং অধ্যক্ষ পদে নড়বড়ে অবস্থা থাকায় শিক্ষকেরা অসহায় বোধ করছেন। একাধিক শিক্ষক বলেছেন, গতকাল সোমবার পর্যন্ত মেধার বাইরে একটিও ভর্তি করা হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে এটা ধরে রাখা কঠিন। স্থানীয় সাংসদ রাশেদ খান মেনন ওই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে আসছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। প্রথম দফায় ভর্তির জন্য ৪৫ জনের একটি তালিকা পাঠান সাংসদ মেনন। এরপর তিনি দ্বিতীয় দফায় ১০ জনের তালিকা পাঠিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, এদের নিতে হবে। গতকাল এই সাংসদের পক্ষে দুজন কর্মী ভর্তি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চান।

এদিকে পরিচালনা কমিটির সদস্যরা অপেক্ষায় আছেন সাংসদের সুপারিশ অনুযায়ী ভর্তি হলে তাঁরাও তদবিরের সুযোগ নেবেন। ইতিমধ্যে পরিচালনা কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে অধ্যক্ষের বিরোধ তৈরি হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ওই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ইতিমধ্যে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানা যায়।

ভর্তির তালিকা পাঠানো প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাশেদ খান মেনন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে যে কেউ আমার কাছে আসতে পারে। কারণ তাঁদের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছি। আমি তালিকা পাঠিয়েছি, এটা সত্য। তবে ভর্তির জন্য চাপ দিইনি।'

এ প্রসঙ্গে কলেজের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বলেন, 'স্থানীয় সাংসদ তালিকা পাঠানোর পর আর চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমরা চাই, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠানটি রক্ষায় স্থানীয় সাংসদ আমাদের পাশে দাঁড়াবেন।'

ভিকারুননিসা নূন স্কুলে ভর্তি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ বেশ পুরোনো। এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও ওই প্রতিষ্ঠানে অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর গত বছরের ৪ এপ্রিল থেকে ১৩ মে পর্যন্ত ভিকারুননিসা নূন স্কুলে ভর্তির অভিযোগসহ অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করে। এতে দেখা যায়, ২০০৮ সালে প্রথম শ্রেণীর বাংলা মাধ্যমে ৩৬ থেকে ৪০ নম্বর পাওয়া এক হাজার ৪২৩ জন এবং ৪১ থেকে ৫০ নম্বর পাওয়া ২১০ জনকে ভর্তির জন্য যোগ্য তালিকায় স্থান দেওয়া হয়নি। অথচ ৭২ জন ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়, যারা ৩৬ নম্বরের কম পেয়েছে। এই ৭২ জনের মধ্যে ২২ নম্বর পাওয়া ছাত্রীও রয়েছে। এমনকি ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ২০ নির্ধারণ করা হলেও এর চেয়ে কম নম্বর পাওয়া ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া ভর্তি ফরম তুললেও পরীক্ষা না দেওয়া এবং ভর্তি ফরম সংগ্রহ না করা তিন ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ১১২ ছাত্রীকে অনিয়মের মাধ্যমে ভর্তির তথ্য প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি।

জানা যায়, এর আগে নব্বই-পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারের সময় মূলত সাংসদেরা এবং গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ওই বিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছেন। এবারও তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলছে।

মতিঝিল আইডিয়াল : রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের মূল ক্যাম্পাস ও বনশ্রী শাখায় তদবিরের মাধ্যমে দুই শতাধিক শিশু ভর্তি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শিশু ভর্তির সুপারিশ গেছে সাংসদ রাশেদ খান মেননের কাছ থেকে এবং ওই সংখ্যা ৪৪। এ ছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য, মন্ত্রী, সাংসদ, প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ অনেকের সুপারিশ রাখতে বাধ্য হয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

তবে সাংসদ মেনন বলেছেন, 'আমি ভর্তির জন্য কাউকে চাপ দিইনি।... শিক্ষার্থী নেওয়া বা না নেওয়া বিদ্যাল কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ২০০৮ সালে আইডিয়াল স্কুলে ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক [illegible] লিখিত পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেও 'সাইজ ভালো নয়' এমন মন্তব্য করে মৌখিক পরীক্ষায় বেশ কিছু ছাত্রকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে দেখা যায়, সব শ্রেণীতে ৭৫ নম্বরের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার কথা। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর বেলায় শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। তদন্ত কমিটি বলেছে, অনিয়ম-কারচুপির আশ্রয় নেওয়ার জন্য ওই নিয়ম চালু করা হয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০০৮ সালে মৌখিক পরীক্ষায় পক্ষপাতমূলক নম্বর দেওয়ায় লিখিত পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ভর্তিযোগ্য ২০ ছাত্র বাদ পড়েছে। একইভাবে মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে পিছিয়ে থাকা ২০ জন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এভাবে অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তির প্রমাণ পেয়েছিল তদন্ত দল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের সন্তানেরা ন্যূনতম পাস নম্বর পেলে ভর্তি করার কথা। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নিলেই তাদের ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, এ বছরও আইডিয়াল স্কুলে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। মন্ত্রী, সাংসদ, সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে প্রভাবশালী পর্যায়ের সুপারিশে দুই শতাধিক শিশু ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তিসংক্রান্ত জটিলতায় পড়ে কলেজ থেকে বিদায় হয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহানা বেগম। আদালতের রায় নিয়ে তিনি ফিরে এলেও আপস করে টিকে আছেন বলে বিদ্যালয়ে গুঞ্জন রয়েছে।

ভর্তি অনিয়ম প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মাহফুজা বেগম বলেন, 'রাজধানীর অধিকাংশ বড় বিদ্যালয়ে মেধা উপেক্ষা করে এবং বিভিন্ন সুপারিশের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রমাণ রয়েছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

স্নাতক সম্মান ভর্তিতে ছাত্রনেতাদের দাপট : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ পর্যায়ের স্নাতক সম্মান ভর্তি প্রায় শেষ পর্যায়ে। গত ১১ মার্চের মধ্যে ১৯৯টি কলেজে স্নাতক সম্মানে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কলেজগুলো এটা সম্পন্ন করতে না পারায় এখন মার্চ মাসজুড়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

রাজধানীর বড় কলেজ বিশেষ করে ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, তিতুমীর কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজ, কবি নজরুল কলেজসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে মেধা তালিকার বাইরে ভর্তির জন্য চাপ রয়েছে। সরকারি ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে।

ইডেন কলেজে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে অবরুদ্ধ করা সম্পর্কে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলেও ওই কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজা চৌধুরী বলেন, 'এগুলো সত্য নয়। কেউ বিচ্ছিন্নভাবে অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু মেধা তালিকার বাইরে একটিও ভর্তি হবে না।'

মিরপুর বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা বানু বলেছেন, 'প্রথমদিকে কিছুটা চাপ ছিল। কিন্তু আমরা মেধাক্রম অনুসরণ করে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে শিক্ষার্থী ভর্তি করছি।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা চাই সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হোক। কিন্তু অনিয়ম ও